145198 - মসজদিে হারয়িে যাওয়া বস্তুর অনুসন্ধান করা এবং এর ঘোষণা দওেয়া জায়যে নইে

প্রশ্ন

হাদীসে বর্ণতি হয়ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "যে ব্যক্তি কাউকে মসজদিে হারয়িে যাওয়া বস্তু খুঁজতে দখেে, সে যনে তাকে বলে: আল্লাহ তোমাকে এটি ফরিয়িে না দকি; কারণ মসজদি এ জন্য নর্িমতি হয়নি।" উক্ত হাদীস অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি মূল্যবান কছিু হারয়িে ফলেে এবং সটেরি ঘোষণা না দয়ে; বরং ইমাম কংিবা মসজদিরে দায়ত্বিশীল ব্যক্তকিে বষিয়টি জানায় তাহলে কি তারাও নষিধোজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে? এই নষিধোজ্ঞা কি হারানো কছিুর সাথে নর্িদষ্টি; নাকি মসজদিে সব ধরনরে ঘোষণা ও অনুসন্ধানকওে অন্তর্ভুক্ত করে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

মসজদিে হারানো জনিসিরে ঘোষণা দওেয়া বা তার পরচিয় তুলে ধরা বধৈ নয়। কারণ মসজদি এ উদ্দশ্যে নর্িমতি হয়নি। বরং মসজদি নর্িমতি হয়ছেে আল্লাহর যকিরি প্রতষ্ঠিার জন্য। সহহি মুসলমিে (৫৬৮) আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি মসজদিে কাউকে হারানো জনিসিরে ঘোষণা দতিে শুনবে, সে যনে বলে: 'আল্লাহ তোমাকে তা ফরিয়িে না দনে।' কনেনা মসজদি এ জন্য নর্িমতি হয়নি।"

সহহি মুসলমিে (৫৬৯) বুরাইদা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, এক ব্যক্তি মসজদিে ঘোষণা দলি: 'লাল উটটরি সন্ধান কে দতিে পারবে?' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: "তুমি যনে সটো আর খুঁজে না পাও! নশ্চিয় মসজদি এ উদ্দশ্যে নর্িমতি হয়নি।"

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: 'তুমি যনে তা আর খুঁজে না পাও' এটি তার অবাধ্যতা ও ভুলরে শাস্তস্বিরূপ। যে ব্যক্তি এমন ঘোষণা শুনবে, তার উচতি এটা বলা: 'তুমি যনে না আর খুঁজে না পাও; নশ্চিয় মসজদি এ উদ্দশ্যে নর্িমতি হয়নি।' অথবা বলা: 'তুমি যনে তা আর খুঁজে না পাও; মসজদি তো যে উদ্দশ্যে নর্িমতি হয়ছেে, কবেল সে উদ্দশ্য পূরণরে জন্যই নর্িমতি হয়ছেে।' যমেনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে।"[সমাপ্ত]

ইবনে আব্দলি বার রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

“আল্লাহ তা‘আলা মসজদিসমূহ সম্পর্কে বলছেনে: এগুলো এমন ঘর, যগেুলোকে উঁচু করার ও তাতে তাঁর নাম স্মরণ করার এবং তাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবত্রিতা ঘোষণা করার অনুমতি দওেয়া হয়ছে। এ উদ্দশ্যেইে মসজদিগুলো নর্মিতি হয়ছে। সুতরাং যে উদ্দশ্যেে নর্মিতি হয়নি, তা থকেে মসজদিকে পবত্রি রাখা উচতি।”[আল-ইস্তযিকার (২/৩৬৮)]

বাইহাকী ‘আস-সুনান’ (২০৭৬৩) গ্রন্থে বর্ণনা করনে: উমর ইবনুল খাত্তাব রাদয়িাল্লাহু আনহু মসজদিরে পাশে একটি খোলা জায়গা তরৈি করনে, যার নাম দনে ‘আল-বুতাইহা’। তনিি বলতনে: “যে ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলতে চায়, কবতিা আবৃত্তি করতে চায় বা কোলাহল করতে চায়, সে যনে এই খোলা জায়গায় বরেয়িে যায়।” দখেুন: আল-ইস্তযিকার (২/৩৬৮)।

যে ব্যক্তি হারানো জনিসিরে ঘোষণা দতিে চায়, সে যনে মসজদিরে বাইরে যায়। এমনকি সে যদি একটি কাগজে লখিে মসজদিরে বাইররে দয়োলে ঝুলয়িে দয়ে, তাতওে কোনো অসুবধিা নইে।

আর যদি কারো জনিসি মসজদিরে ভতেরে হারয়িে যায় এবং সে ইমাম, মুয়াজ্জনি বা কর্মচারীকে গোপনে জানায়, যাতে যনিি জনিসিটি পয়েছেনে তনিি মালকিরে কাছে পৌঁছে দতিে পারনে, তাতে কোনো সমস্যা নইে, যদি বষিয়টি তাদরে মধ্যইে সীমাবদ্ধ থাকে।

শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহ বলনে:

‘হারানো জনিসিরে ঘোষণা দওেয়া বা ক্রয়-বক্রিয়রে জন্য মসজদি নর্মিতি হয়নি। বরং তা নর্মিতি হয়ছে আল্লাহর ইবাদত, নামায, যকিরি, ইলমরে মজলসি ইত্যাদরি জন্য।

যদি মসজদিরে বাইররে দয়োলে বা বাইররে দরজায় কাগজ লখিে ঝুলানো হয়, তবে তাতে অসুবধিা নইে। কন্তিু ভতেরে ঝুলানো উচতি নয়। কারণ তা কথা বলার মতো হয়ে যায় এবং মানুষকে কাগজ পড়ায় ব্যস্ত করে দতিে পারে।

অতএব, আমাদরে কাছে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, মসজদিরে ভতেরে কাগজ ঝুলানো জায়যে নয়। কারণ এর অর্থই হলো হারানো জনিসিরে ঘোষণা দওেয়া। তবে যদি মসজদিরে পছেনরে বাইররে দয়োলে বা মসজদিরে বাইরে দরজায় লখো হয়, তবে তাতে কোনো সমস্যা নইে।”[সংক্ষপেতি][ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব (২/৭০৯)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে: ‘যহেতেু আল্লাহ মসজদিকে নজিরে দকিে সম্বন্ধযুক্ত করছেনে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজদিকে তাঁর রবরে দকিে সম্বন্ধযুক্ত করছেনে, আর আল্লাহ এগুলোকে মর্যাদা দয়িছেনে, তাই এগুলোর সম্মান, বধিান ও মর্যাদা রয়ছে।

মসজদিরে বধিানরে অন্তর্ভুক্ত হলো: এতে ক্রয়-বক্রিয় করা জায়যে নয়, তা কম হোক বা বশেি হোক। তমেনি হারানো জনিসিরে ঘোষণা দওেয়া যাবে না। কউে যদি এসে বলে: আমার অমুক জনিসি হারয়িে গছে, যমেন: টাকা-পয়সার থলে, এটি

হারাম; জায়যে নয়। এমনকি যদি প্রবল ধারণা হয় যে তা মসজদিইে চুরি হয়ছে, তবুও নয়। তুমি বলবে না: আমি কীভাবে তা উদ্ধার করব? বরং মসজদিরে দরজার বাইরে বসে বলুন: আল্লাহ আপনাদরে উত্তম প্রতদিান দনি, আমার অমুক জনিসি হারয়িে গছে। ভাইয়রো, মূল কথা হলো মসজদিকে সম্মান করা আবশ্যক।"[সংক্ষপেতি][শরহু রয়িাদসি সালহেীন (পৃষ্ঠা ২০১৪)]

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলনে:

"মসজদিরে দরজার বাইরে নর্দিষ্টি স্থানে বজ্ঞিপ্তি টাঙানো যতেে পার, যাতে লোকরো তা জানতে পার।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল-লাজনা আদ-দায়মিা (৫/২৭৫)]

দুই:

মসজদিে হারানো জনিসি খোঁজার ব্যাপারে যে নষিধোজ্ঞা এসছে সটো সব ঘোষণা বা উচ্চবাচ্যরে ব্যাপারে সাধারণ। তবে যদি তা আনুগত্য ও সৎকাজরে আহ্বান সংক্রান্ত হয়, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নইে।

স্থায়ী কমটিরি আলমেগণ বলনে:

"মসজদিসমূহকে অথবা এর কোনো অংশকে কংিবা মসজদিরে সঙ্গে সংশ্লষ্টি বাইররে আঙনিাকে নোটশি, প্রচারপত্র, বজ্ঞিাপন বোর্ড ও বাণজ্যিকি বজ্ঞিাপন প্রদর্শনরে জায়গা হসিবে ব্যবহার করা জায়যে নয়; চাই তা স্কুলরে হোক, কারখানার হোক, প্রতষ্ঠিানরে হোক কংিবা অন্য কছিুরই হোক। কারণ মসজদি মূলত নর্মিতি হয়ছে আল্লাহ তাআলার ইবাদতরে জন্য। যমেন নামাজ, যকিরি, দ্বীনি জ্ঞান শখো ও শখোনো, কুরআন তলিাওয়াত করা এবং এ জাতীয় দ্বীনি কাজরে জন্য।

অতএব, মসজদিকে এসব বষিয় থকেে পবত্রি রাখা আবশ্যক, এর মর্যাদা রক্ষা করা জরুরি এবং মানুষকে এমন বষিয়ে ব্যস্ত না করার ব্যাপারে সচষ্টে থাকতে হবে যা তাদরেকে আল্লাহর ইবাদত থকেে বচ্যিুত করে এবং আখরিাতরে প্রতি মনোযোগ নষ্ট কর।" [ফাতাওয়াল-লাজনা আদ-দায়মিা (৫/২৭৬-২৭৭) থকেে সংক্ষপেতি]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহুকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি: একটি মসজদিে ঘোষণা দওেয়া হয় যে, প্রতি বৃহস্পতবিার যারা রোযা রাখতে চান তাদরে জন্য ইফতাররে ব্যবস্থা আছ। এর হুকুম কী?

তনিি উত্তরে বলনে: "এই ঘোষণা দতিে কোনো সমস্যা নইে; কারণ এটি কল্যাণরে দকিে আহ্বান। এর উদ্দশ্যে ক্রয়-বক্রিয় নয়। হারাম হলো বচোকনো করা, ভাড়া দওেয়া বা ভাড়া নওেয়ার ঘোষণা দওেয়াসহ আরো যসেব কাজরে জন্য মসজদি নর্মিতি হয়নি সগেুলো করা। কল্যাণরে দকিে আহ্বান করা, মানুষকে খাবার খাওয়ানো ও সদকা সম্পর্কে ঘোষণা দওেয়ার

ক্ষত্রে কোনো অসুবিধা নেই।”[সমাপ্ত]

তাঁকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘মসজিদে কিছু বিজ্ঞপ্তি টাঙানোর বিধান কী? যেমন: হজ বা উমরার কাফলোর বিজ্ঞপ্তি বা কোনো বয়ান বা দারসের বিজ্ঞপ্তি।’

তিনি উত্তরে বলেন: “যা আনুগত্য সংক্রান্ত ঘোষণা, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ আনুগত্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। আর মসজিদগুলো আল্লাহর আনুগত্যের জন্যই নির্মিত।

আর যা দুনিয়াবি বিষয়সংক্রান্ত, তা জায়েয নয়। বরং তা মসজিদের বাইরের দেয়ালে ঘোষণা করা যাবে। যেমন: হজ্জের কাফলো একটি দুনিয়াবি বিষয়; তাই আমরা এটাকে মসজিদের ভেতরে ঘোষণা দেওয়ার পক্ষপাতী নই।

আর যিকিরের মজলিস তথা ইলমি কোর্স এগুলো নিখাদ নেকীর কাজ, তাই এগুলোর ঘোষণা মসজিদের ভেতরে দেওয়া যেতে পারে। কারণ এগুলো নেকীর কাজ।”[শরহু মানযূমাতিল কাওয়ায়িদ আল-ফিকহিয়্যা (পৃ. ৫২) থেকে সংক্ষেপিত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।